চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ: ২৮.০৯.২০২৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সব সম্প্রদায়ের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে”- আইনজীবী বিজয়া সম্মিলনের বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন।

গত ২৮/০৯/২০২৫ইং তারিখ চট্টগ্রাম আইনজীবী বিজয়া সম্মিলন পরিষদের উদ্যোগে আইনজীবী অডিটরিয়ামে প্রতিবারের ন্যায় সমিতির কর্মচারী ও এতিম, দুস্থ এবং দরিদ্রদের মাঝে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। উক্ত বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রামের সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। আইনজীবী বিজয়া সম্মিলন পরিষদের নব নির্বাচিত সভাপতিএডভোকেট মধুসূদন দাশ এর সভাপত্বিতে এবং নব নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট শিপন কুমার দে এর সঞ্চালনায় বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সিনিয়র আইনজীবী যথাক্রমে রফিক আহমদ, জিয়া হাবীব আহসান, দিনমনি দে, শংকর প্রসাদ দে, তুষার সিংহ হাজারী, সমীর দাশগুপ্ত। এতে আরোও উপস্থিত ছিলেন মহানগর পিপি মো. মফিজুল হক ভূঁইয়া, জিপি মোহাম্মদ কাসেম চৌধুরী, চট্টগ্রাম আইনজীবী বিজয়া সম্মিলন পরিষদের সাবেক সভাপতি নিতাই প্রসাদ ঘোষ, লিটন কান্তি গুহ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে চন্দন বিশ্বাস, উত্তম দত্ত, চট্টগ্রাম আইনজীবী বিজয়া সম্মিলন পরিষদের সাবেক সমন্বয়কারী চন্দন তালুকদার, বিবেকানন্দ চৌধুরী, রুপম কুমার ভট্টাচার্য্য, বর্তমান সমন্বয়কারী রক্তিম চন্দ্র নাথ সহ এডভোকেট প্রতীক কুমার দেব, দিলীপ চৌধুরী, ফৌজুল আমিন চৌধুরী, মো. কাসেম কামাল, মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, হাসান মাহমুদ চৌধুরী, মো. দেলোয়ার, মো. জাহেদ, মো. তুহিন, নিজাম উদ্দিন, আবু তাহের, আলী আকবর সানজিক, নাজমুল হাসান সিদ্দিকী, বদরুল রিয়াজ, জালাল উদ্দিন পারভেজ, দীর্ঘতম বড়ুয়া, যিশু কান্তি দাশ, সুব্রত শীল রাজু, পান্না দাশ, টিপু শীল জয়দেব, পঙ্কজ কান্তি দে, ছোটন বোস,অর্পিতা দাশ, শুভ্রা দাশ, পলি ঘোষ, সুসজ্জিতা দাশসহ বিপুল সংখ্যক আইনজীবী। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, অসাম্প্রদায়িক চেতনা সমুন্নত রেখে আমাদের সকলকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সব সম্প্রদায়ের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। সব সম্প্রদায়ের মানুষের আইনী অধিকার রয়েছে। এক্ষেত্রে আইনজীবীদেরকে গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। তাহলে আমরা একটা নিরাপদ নগরী গড়ে তুলতে পারব। মানুষের মধ্য মনুষ্যত্ব বোধ জাগিয়ে তোলার জন্য আমাদেরকে কাজ করতে হবে। আইনজীবী বিজয়া সম্মিলন পরিষদের উদ্যোগে অসহায় মানুষদের মাঝে বস্ত্র বিতরণ আয়োজন কার্যক্রমকে স্বাগত জানিয়ে তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেন। মানব সেবার ব্রত গ্রহনের মাধ্যমে আমাদেরকে দেশ ও জাতির কল্যানে নিয়োজিত হতে হবে। অন্যান্য বক্তরা গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে গীতা থেকে পাঠ করেন এডভোকেট অঞ্জন প্রসাদ। অনুষ্ঠানে শহীদ অ্যাডভোকেট সাইফুল ইসলাম আলিফ এবং বিজয়ার যে সকল সদস্য ইতিমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

বিদ্যানন্দের "১০ টাকার হাট"- সম্প্রীতির অনন্য এক উদাহরণ!

বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার মাঝে দুঃস্থ ও নিম্ন আয়ের মানুষের জীবন বিপন্ন। আয় ব্যয়ের হিসাব মেলাতে অনেকের কষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এমন অবস্থায় কিছুটা ধার দেনা করে দোকান থেকে পণ্য না পেলে অভুক্ত থাকতে হয় তাদের অনেকের। এমন অবস্থায় প্রধান উৎসবগুলোতে এসব বঞ্চিত মানুষের অংশগ্রহণ একপ্রকার বিলাসিতা ও অসম্ভব ব্যাপার। এই বাস্তবতায় আসন্ন শারদীয় দূর্গাপূজা উৎসবকে সামনে রেখে আজ ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে সকাল ১১ টায় জামাল খান এক্সক্লুসিভ কনভেনশন হলে বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে “১০ টাকায় পুজোর বাজার” নামে একটি চ্যারিটি ইভেন্ট আয়োজন করেছে। উক্ত প্রোগ্রামের স্লোগান ছিল “সবাই মিলে উৎসব সবাই মিলে বাংলাদেশ” আজ সকাল ১১ টায় এই প্রোগ্রামের উদবোধন করেন চসিক মেয়র ডা: শাহাদাত হোসেন। দিনব্যাপী উক্ত প্রোগ্রামে চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন নিম্ন আয়ের এলাকা থেকে সহস্রাধিক শিশু,মহিলা ও বৃদ্ধ মানুষ অংশগ্রহণ করেন এবং ১০ টাকার বিনিময়ে নতুন কাপড় কিনেছেন ও পরিবারের জন্য বাজার করেছেন। এসব মানুষের আসা যাওয়ার জন্য ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ফ্রি বাস সার্ভিসের ব্যবস্থা ছিল।এছাড়াও সবার জন্য ছিল নানা আনন্দ আয়োজন ও মিষ্টিমুখের ব্যবস্থা। সরেজমিনে দেখা যায়, চাল,ডাল,চিনি,নারকেল,সুজি,ডিম,তেল সহ প্রায় ২৬ রকমের পণ্য দিয়ে সাজানো হয়েছিল একটা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সুপারশপ। যেখানে মাত্র ৫০ পয়সা দিয়ে ১কেজি চাল যেমন পাওয়া যাচ্ছে তেমনি পাওয়া যাচ্ছে ১ টাকায় ১ পিস শার্ট,৪ টাকায় শাড়ি কিংবা ৩ টাকায় লুংগি। ৫০ পয়সায় ১ কেজি সুজি, ৩ টাকায় ১ লি: তেল কিংবা

২ টাকায় ১ প্যাকেট নুডলস। প্রতি পরিবার ১০ টাকা দিয়ে ১ হাজার টাকার অধিক পণ্যসামগ্রী নিজের পছন্দ মতো বাছাই করে ক্রয় করতে পারবেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, এশিয়ান ওমেন ইউনিভার্সিটি, অন্যান্য প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি, বিভিন্ন কলেজ ও মাদ্রাসার ৫০ জন স্বেচ্ছাসেবক বিক্রেতার দায়িত্ব পালন করে এই বাজারে।

চসিক মেয়র তার বক্তব্যে বলেন " আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ ও শক্তি হচ্ছে ধর্মীয় সম্প্রীতি। আজ বিদ্যানন্দের এই ১০ টাকার পুজোর সুপারশপে আমি দেখতে পাচ্ছি সেই সম্প্রীতির এক অনন্য উদাহরণ! এখানে নাম মাত্র মূল্যে নতুন শাড়ি,লুংগি,পাঞ্জাবি,ফ্রক,শার্ট যেমন পাওয়া যাচ্ছে তেমনি সংসারের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রীও পাওয়া যাচ্ছে। এই ইনোভেটিভ আইডিয়া একদিকে যেমন উৎসবে গরীব মানুষের আনন্দের সহিত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে অন্যদিকে সমাজে পজিটিভ একটি বার্তা যাবে।আমি তাদের এই উদ্যোগ কে স্বাগত জানাই।বিদ্যানন্দের বোর্ড ডিরেক্টর জামাল উদ্দিন বলেন সারাবিশ্বে ধর্মীয় সম্প্রীতি এখন শতাব্দীর সর্বনিম্ন পর্যায়ে আছে। সবাই হানাহানির মাঝে সমাধান খুজে। তাই আমরা এসব উৎসব কে ঘিরে সারা বিশ্বে সম্প্রীতির বার্তা পৌছে দিতে চাই। আমাদের হাজার বছরের ঐতিহ্য সম্প্রীতিকে ধরে রাখতে চাই। আজকের ১০ টাকার পুজোর বাজারে যারা স্বেচ্ছাশ্রম দিচ্ছে তারা প্রায় সবাই মুসলিম হলেও বেশিরভাগ গ্রহীতারা সনাতন ধর্মের। বিদ্যানন্দ সাহায্যের ক্ষেত্রে সবসময়ই জাত ও ধর্ম নিরপেক্ষ। উৎসবে অংশ নেয়া বালা রানী বলেন “আমরা ভাবতেও পারিনি দুর্গা পুজোর আগে আমাদের দরিদ্র সমাজের জন্য কেউ এত আনন্দ আয়োজন করবে! আজ আমরা খুব খুশি বিদ্যানন্দ এই আয়োজন করেছে। তাঁরা নতুন কাপড় দিয়েছে, এক টাকা দিয়ে সংসারের পুজোর বাজার করতে পেরেছি”।

সব ধর্মের মানুষের জন্য সেফ সিটি গড়তে চাই: সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, “সব ধর্মের মানুষের জন্য সেফ সিটি গড়তে চাই।”

তিনি বলেন, “সেফ সিটির মানে হলো—সব ধর্ম, বর্ণ, জাতি ও গোত্রের মানুষ যেন পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ থেকে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে পারে। আমরা কাউকে বিভেদে নয়, বরং ঐক্যে দেখতে চাই। এ শহর আমাদের সবার, তাই সবার দায়িত্ব একে বাসযোগ্য ও নিরাপদ রাখা।”তিনি আরও বলেন, ধর্ম যার যার, উৎসব সবার—এই চেতনাকে ধারণ করেই আমরা কাজ করছি। চট্টগ্রাম একটি ঐতিহ্যবাহী সম্প্রীতির নগরী, যেখানে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানসহ সব ধর্মাবলম্বী মানুষ যুগ যুগ ধরে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করছে। এই ঐতিহ্য যেন বিনষ্ট না হয়, বরং আরও শক্তিশালী হয়, সেটাই আমাদের লক্ষ্য।মেয়র বলেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নগরীর প্রতিটি নাগরিকের জন্য সমান সুযোগ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। উৎসবকেন্দ্রিক সময়গুলোতে যেন কেউ অবহেলিত বা বঞ্চিত না হয়, সে লক্ষ্যেই বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। তিনি হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গোৎসবের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, “এই উৎসব আমাদের একে অপরের প্রতি ভালোবাসা ও সহনশীলতা শেখায়। আমরা সবাই মিলে চট্টগ্রামকে শান্তি, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির নগর হিসেবে গড়ে তুলব।” রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) বিকেলে লালদিঘীস্থ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন পাবলিক লাইব্রেরির সম্মেলন কক্ষে চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সাবেক সভাপতি ও চসিক মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন এর পক্ষ থেকে আয়োজিত এই শারদীয় দুর্গোৎসব ২০২৫ উপলক্ষে উপহার সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠান আয়োজন করে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী হিন্দু ছাত্র ফোরাম, চট্টগ্রাম বিভাগ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চসিকের কর্মকর্তাবৃন্দ, হিন্দু ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, শিক্ষার্থী প্রতিনিধি এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮